গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ২৮ মার্চ ২০২৩
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নম্বর-৮২১)
উপস্থিত : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	বিগত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** ফেব্রুয়ারি'**২৩ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	জানুয়ারি'২৩ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	ফেব্রুয়ারি'২৩ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
				চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	দন্ড	অব্যাহতি	মোট	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৮	০২	১০	০১	-	-	০১	০৯
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	০	০	০	০	০	০	০	০
বিআরটিএ	২৪	০১	২৫	-	০	০	০	২৫
বিআরটিসি	৩৭	০৫	৪২	-	০৪	-	০৪	৩৮
ডিটিসিএ	-	-		-	-	-	-	-
মোট	৬৯	০৮	৭৭	০১	০৪	--	০৫	৭২

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, ফেব্রুয়ারি'২৩ পর্যন্ত এ বিভাগের চলমান মামলার সংখ্যা ০৯টি। তন্মধ্যে ০১টি মামলার শুনানী হয়েছে। ০২টি মামলার কারণ দর্শানোর জবাব পাওয়া গেছে। ০১টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। ০৩টি মামলার ব্যক্তিগত শুনানীর পর তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ০১টি মামলার অভিযোগ বিবরণীর জবাব পাওয়া গেছে এবং ০১টি মামলার অভিযোগ বিবরণী অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও জবাব পাওয়া যায়নি। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিধি-বিধান অনুযায়ী মামলার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং মামলাগুলো নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) / সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা
সওজ অধিদপ্তর: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন ও সংস্থাপন) জানান, ফেব্রুয়ারি'২৩ পর্যন্ত কোনো বিভাগীয় মামলা অনিষ্পন্ন ছিলনা। মার্চ'২৩ মাসে ১টি মামলা রুজু এবং ২টি মামলা চালু প্রক্রিয়াধীন আছে। দায়িত্বে অবহেলা ও অনিয়মের সাথে জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	রুজু হওয়া মামলায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, জানুয়ারি'২৩ মাসে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ২৪টি। ফেব্রুয়ারি'২৩ মাসে ০১টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২৫টি। মামলার নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)
বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ৩৭টি। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে ৫টি মামলা রুজু এবং ৪টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩৮টি। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বিভাগীয় মামলা চালুর ক্ষেত্রে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টতা যাচাই-বাছাই করে কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পরামর্শ প্রদান করেন।	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৩. **আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা**

ফেব্রুয়ারি'২৩ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

দপ্তর/সংস্থার নাম	ডিসেম্বর'২২ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	জানুয়ারি'২৩ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ অধিদপ্তর	৩৯২২	০	৩৯২২	১	০	১	৩৯২১
বিআরটিএ	২৯৫	২	২৯৭	১	১	০	২৯৬
বিআরটিসি	৯৬	০	৯৬	০	০	০	৯৬
ডিটিসিএ	০৪	০	০৪	১	১	০	০৩
মোট	৪৩১৭	২	৪৩১৯	৩	২	১	৪৩১৬

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(ক) যুগ্মসচিব (আইন) জানান, মহামান্য হাইকোর্টে চলমান ১৫টি কনটেম্পট মামলায় সরকার পক্ষে রায় হয়েছে। আরো ৪/৫টি কনটেম্পট মামলার শীঘ্রই রায় প্রদান করা হবে। এছাড়া, শরীয়তপুর সড়ক বিভাগের ৫(পাঁচ) কোটি টাকা বকেয়া দাবীর বিষয়ে সৃষ্ট মামলার শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুনানীতে দাবীকৃত অতিরিক্ত টাকা প্রদান না করে মূল ৫৪ লক্ষ টাকা ২ মাসের মধ্যে পরিশোধের জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতি নির্দেশনা দিয়েছে। ইতোপূর্বে ২০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৪ লক্ষ টাকা পরিশোধ প্রক্রিয়াধীন আছে। যথাসময়ে মামলার জবাব এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্যাদি সরবরাহ করা হলে অধিকাংশ মামলাই সরকারের পক্ষে রায় আসা সম্ভব। এ বিষয়ে আইনজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং যথাসময়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা ও সওজ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) (১) আদালতে চলমান কনটেম্পট ও অন্যান্য মামলাগুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে এবং আইনজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং যথাসময়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে। (ক) (২) শরীয়তপুর সড়ক বিভাগের বকেয়া দাবীর মামলায় আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট ৩৪ লক্ষ টাকা পরিশোধ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী, (মুন্সিগঞ্জ/ শরিয়তপুর সড়ক বিভাগ
(খ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ একর জায়গা জনৈক রেজাউল করিমের কাছে বিক্রয়ের বিষয়টি জানতে ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।	(খ) তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ একর জায়গা জনৈক রেজাউল করিমের কাছে বিক্রয়ের বিষয়টি জানতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
(গ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, মুন্সিগঞ্জ সড়ক বিভাগের বকেয়া দাবী সংক্রান্ত ৭টি মামলার বিষয়ে power of attorney প্রাপ্ত বাদীর বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে ফৌজদারী মামলা দায়েরের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, মুন্সিগঞ্জকে ০৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। মামলা করার বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগের বকেয়া দাবি সংক্রান্ত ৭টি মামলার বিষয়ে Power of attorney প্রাপ্ত বাদীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী কোর্টে মামলা দায়ের করতে হবে।	
(ঘ) সঠিক বকেয়া দাবীর অর্থ পরিশোধের বিষয়ে বিগত সভার ন্যায় পুনরায় এ সভায় আলোচনা হয়। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান, জুনের পরে এ খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ ফেরত যাবে। তাই সওজ অধিদপ্তর হতে যাচাই-বাছাইকৃত যৌক্তিক বকেয়া দাবীর প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য তিনি প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানান।	(ঘ) যাচাই-বাছাইকৃত সঠিক বকেয়া দাবীর প্রস্তাব দ্রুত সওজ অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
সওজ অধিদপ্তর: (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে ০১টি মামলা নিষ্পত্তি ও কোনো মামলা রুজু না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩৯২১টি। মামলার নিষ্পত্তি তরান্বিত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীদের সঙ্গে মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ ঠাকুরগাঁও সড়ক বিভাগ এবং ০৫ মার্চ ২০২৩ তারিখ সড়ক বিভাগ, পিরোজপুরে সভা করা হয়েছে।	(ক) মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তৎপরতার সাথে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্মসচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
(খ) গুরুত্বপূর্ণ কোনো মামলায় আদালত হতে স্থগিতাদেশ দেয়া হলে তা অনুকূলে না হলে তাৎক্ষণিকভাবে চেম্বার জজ আদালতে আপীল দায়ের করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, সঠিক সময়ে মামলার জবাব প্রেরণ, তদবির এবং আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় আলোচনা হয়।	(খ) গুরুত্বপূর্ণ কোনো মামলায় আদালত হতে স্থগিতাদেশ দেয়া হলে তাৎক্ষণিকভাবে চেম্বার জজ আদালতে আপীল দায়ের করতে হবে এবং সঠিক সময়ে মামলার জবাব প্রেরণ, তদবির এবং আইনজীবীদের সাথে	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়/প্রধান বৃক্ষপালণবিদ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	
	(গ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান, গুরুত্বপূর্ণ মামলা নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শীঘ্রই পর্যলোচনা সভা আহবান করা হবে।	(গ) গুরুত্বপূর্ণ মামলা নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পর্যলোচনা সভা করতে হবে।	যুগ্মসচিব (আইন)
	(ঘ) যশোর সড়কের পার্শ্বে গাছ অপসারণ বিষয়ে পরিবেশবাদীদের করা রীটের বিপরীতে স্থগিতাদেশ বাতিলের জন্য সওজ এর বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবী জনাব এস এম জহরুল ইসলাম ০৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে আদালতে কাগজপত্র দাখিল করেছে। এ বিষয়ে আদালতের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) যশোর সড়কের পার্শ্বে গাছ অপসারণ বিষয়ে পরিবেশবাদীদের করা রীটের বিপরীতে স্থগিতাদেশ বাতিলের জন্য আইনজীবীর মাধ্যেমে আদালতের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্মসচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	(ঙ) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, চট্টগ্রাম জোনে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। সভাপতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য পরাশর্ম প্রদান করেন।	(ঙ) চট্টগ্রাম জোনে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (এস্টেট)
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে ০২টি মামলা রুজু এবং ১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে বিআরটিএ'র অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২৯৬টি। মামলাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দু'জন আইন উপদেষ্টাকে মামলাগুলো দেয়া হয়েছে। আইন উপদেষ্টাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন/ বিআরটিএ)
	বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ফেব্রুয়ারি'২৩ মাসে কোনো মামলা রুজু ও মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৯৬টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন মামলা রয়েছে ০৩টি (০১টি কনটেম্পট, ২টি রীট)। কনটেম্পট মামলাটি পরবর্তী শুনানির জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। ২টি রীট মামলার ওকালতনামা আদালতে দাখিল করা হয়েছে। শুনানির জন্য অপেক্ষমান।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন	ব্রডশিট জবাব
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত				
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০১	-	-	০১	-	০১	১		০
সওজ অধিদপ্তর	৭২০২	১১৩৮	৫৪৫৪	৬১০	-	৭২০২	৪৮	৭১৫৪	১৫
বিআরটিসি	১২০১	১৬৬	৯৪৪	৯১	-	১২০১	৫	১১৯৬	২২
বিআরটিএ	৩৬৪	১৩৬	২২৮	-	-	৩৬৪	২	৩৬২	০
ডিটিসিএ	৯	১	৮	-	-	৯	-	০৯	০
ডিএমটিসিএল	২০	৪	১৬	-	-	২০	-	২০	০
মোট	৮৭৯৭	১৪৪৫	৬৬৫০	৭০২	০	৮৭৯৭	৫৬	৮৭৪১	৩৭

যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, জানুয়ারি'২৩ অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮৭৯৭টি। ফেব্রুয়ারি'২৩ মাসে কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং ৫৫টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮৭৪১টি।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(ক) ফেব্রুয়ারি'২৩ মাসে ১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে, পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের মৌখিক অনুরোধের প্রেক্ষিতে আর কোন সভা আহবান করা সম্ভব হয় নাই। চলতি মাসে আরও তিনটি সভা (সাতক্ষীরা, ডিএমটিসিএল ও রাজবাড়ী/নেত্রকোণা) আয়োজনের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে ০২টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ফাপাডের প্রতিনিধি না পাওয়ায় ডিএমটিসিএল-এর ০১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। সভাপতি ব্রডশীট জবাব প্রেরণের বিষয়ে জানতে চাইলে যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, বিগত ৩ মাসে এ বিভাগ হতে ২৬৮টি ব্রডশীট জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ব্রডশীট জবাব প্রেরণের পর নিয়মিতমত ভাবে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার পক্ষ হতে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।	(ক) (১) ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান অব্যাহত রাখতে হবে। প্রতিনিধি প্রাপ্তির বিষয়ে অডিট অধিদপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। (ক) (২) অডিট অধিদপ্তরে নিয়মিত ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করতে হবে এবং এগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে দপ্তর/সংস্থার নির্ধারিত প্রতিনিধিকে অডিট অধিদপ্তরের সাথে নিয়মিত	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/ উপসচিব (অডিট) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		যোগাযোগ রাখতে হবে।	
	(খ) গত ২৭.০২.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পিএ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত ৩৭টি আপত্তির মধ্যে ২৪টি আপত্তি পূর্ণাঙ্গ ও ৩টি আংশিক নিষ্পত্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ বিভাগের দীর্ঘদিন পেন্ডিং থাকা একটি আপত্তিও নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	(খ) গত ২৭.০২.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পিএ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(গ) DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রীম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ফাপাড এর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। ডিটিসিএ ও মন্ত্রণালয়ের যৌথ পর্যালোচনা সভা আয়োজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।	(গ) DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ফাপাড এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত এবং এ বিষয়ে ডিটিসিএ ও মন্ত্রণালয়ের যৌথ পর্যালোচনা সভা দ্রুত আহবান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)
	(ঘ) মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব), ডিএমটিসিএল জানান, ডিএমটিসিএল এর অনিষ্পন্ন অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ১৫টি অগ্রিম অডিট আপত্তির ওপর ১৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সভাটি ফাপাডের প্রতিনিধি না পাওয়ায় ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।	(ঘ) ডিএমটিসিএল এর ১৫টি অগ্রিম অডিট আপত্তির ওপর ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের জন্য ফাপাডের সাথে পুনরায় যোগাযোগ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(ঙ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সওজ অধিদপ্তর পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) পদটি দীর্ঘদিন ফাঁকা রয়েছে। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবু ছাবেরকে উক্ত পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কিন্তু পদোন্নতি হওয়ায় তাকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে বদলী করা হয়েছে। অর্থ বছর শেষ তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো বুঝে নিতে কিছুদিন সময়ের প্রয়োজন। তাই হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবু ছাবেরকে কিছু দিন রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগ বরাবর পত্র লেখার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ঙ) (১) পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) পদে পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ঙ) (২) বদলীর আদেশাধীন পদোন্নতি প্রাপ্ত হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবু ছাবেরকে বর্তমান কর্মস্থলে আরো ৩ মাস রাখার জন্য অর্থ বিভাগে পত্র দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/উপসচি (অডিট)
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সওজ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের)		২৭	২	২৯	৩	২৬	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	১৩	০৯	২২	০২	২০	
	১০ম - ২০তম গ্রেড	-	১৪	১৪	১৪	-	
বিআরটিসি		২১৮	১৭	২৩৫	২	২৩৩	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-		-	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		২৫৮	৪২	৩০০	২১	২৭৯	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: (১) উপসচিব, সওজ গেজেটেড সংস্থাপন জানান, জানুয়ারি'২৩ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন ২৭টি পেনশন কেইসের মধ্যে ফেব্রুয়ারি'২৩ মাসে ০৩টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি হয়েছে। বিবেচ্যমাসে ২টি পেনশন কেইস যুক্ত হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন পেনশন কেইস ২৬টি। এই ২৬টি পেনশন কেইস অডিট শাখার অনাপত্তি না পাওয়ায় পেন্ডিং রয়েছে। অডিট শাখা হতে জানানো হয়েছে, সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং চলতি মাসে ১জন কর্মকর্তার পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১৫ মার্চ ২০২৩ তারিখ একটি বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পেনশনে গমনকারী কর্মকর্তাদের দ্রুত পেনশন প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তাদের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ সভা আহবান অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) (ক) সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং পেনশন কেইস সম্পর্কিত বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অতিরিক্ত সচি (বাজেট)/ পরিচালক (নিরী ও হিসাব)/উপস (সওজ গেজেটে সংস্থাপন)/ উপসচিব (অডি
	(২) উপসচিব, সওজ গেজেটেড সংস্থাপন জানান, স্থগিত থাকা ০৮ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ২ জন কর্মকর্তার পেনশন আবেদন পর্যালোচনার জন্য এ বিভাগের এ সংক্রান্ত কমিটির সভা ১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।	(২) ২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার পেনশন প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সওজ অধিদপ্তরের ১৩টি পেনশন কেইসের মধ্যে ফেব্রুয়ারি'২৩ মাসে ০২টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি এবং নতুন ৯টি পেনশন কেইসের আবেদন পাওয়ায় অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের সংখ্যা ২০টি। বিবেচ্য মাসে ১০-২০ তম গ্রেডের ১৪টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন প্রদানের কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	গ. বিআরটিসি চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতি মাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে ২১,৩৪,৬৯১/- (একুশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার ছয়শত একানব্বই) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএতে কোনো পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন নেই। আবেদন প্রাপ্তির সাথে সাথেই পেনশন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	পেনশন কেইস পাওয়া গেলে তা দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৬.	**আইন/নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:** **ক. বিআরটি বিধিমালা ২০২৩ প্রণয়ন:** উপসচিব (বিআরটি) জানান, বিআরটি বিধিমালা ২০২৩-এ অর্থের সংশ্লেষ থাকায় মতামতের জন্য ০৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখ বর্ণিত বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মতামত পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত মতামত আনতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ঢাকা বিআরটি)/ উপসচিব (ঢাকা বিআরটি)
	খ. মহাসড়ক আইন ২০২১ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সম্পত্তি শাখা হতে জানানো হয়েছে, সওজ অধিদপ্তর হতে প্রেরিত মহাসড়ক বিধিমালা-২০২২ এর খসড়া আলোচনা ও পর্যালোচনাক্রমে চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৬ মার্চ ২০২৩ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	'মহাসড়ক বিধিমালা-২০২২' এর খসড়া প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	গ. টোল নীতিমালা হালনাগাদ করণ: বিদ্যমান টোল আদায় পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার বিপুল রাজস্ব আদায় হতে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই ইজারাদার কর্তৃক টোল আদায়ের বিষয়ে সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ একমত প্রকাশ করেন। ইজারদার কর্তৃক টোল আদায় পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটিকে দ্রুত টোল নীতিমালা ২০১৪-হালনাগাদ করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন।	গঠিত কমিটিকে দ্রুত টোল নীতিমালা-২০১৪ হালনাগাদ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব ও গঠিত কমিটির আহবায়ক/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	ঘ. বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ প্রণয়ন: সহকারী সচিব (ডিটিসিএ) জানান, বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়া পর্যালোচনার নিমিত্ত অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) এর সভাপতিত্বে শীঘ্রই সভা আহবান করা হবে। দ্রুত সভা করে আইনটির খসড়া চূড়ান্ত করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন।	বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়ার ওপর দ্রুত সভা করে আইনটির খসড়া চূড়ান্ত করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)
	ঙ. বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), বিধিমালা ২০২২: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, স্টেক হোল্ডারদের থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ডিটিসিএ কর্তৃক একীভূত মত প্রদানের লক্ষ্যে একাধিক সভা করা হয়েছে। অংশীজনের মতামত ও মন্তব্যসমূহ আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণ ও হালনাগাদকরণের কাজ চলমান। বিধিমালার খসড়া প্রস্তুত করে ২০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), বিধিমালা ২০২২ এর খসড়া আগামী ২০.০৪.২০২৩ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)
	চ. অকেজো যানবাহন ব্যবস্থাপনা/যানবাহন স্ক্র্যাপ গাইডলাইন, ২০২৩: উপসচিব (বিআরটিএ) জানান, বিআরটিএ ও ডিটিসিএ হতে প্রাপ্ত খসড়ার ওপর গত ২১.০৩.২০২৩ তারিখে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কার্যক্রম চলমান আছে। বিআরটিএ ও ডিটিসিএ হতে প্রাপ্ত খসড়াকে সমন্বয় করে দ্রুত একটি খসড়া প্রস্তুত করার জন্য সভাপতি কমিটিকে পরামর্শ প্রদান করেন। প্রদান করেন।	বিআরটিএ ও ডিটিসিএ'র খসড়াকে সমন্বয় করে দ্রুত যানবাহন স্ক্র্যাপ গাইডলাইন, ২০২৩ এর সড়া প্রস্তুত করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ছ. ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ হালনাগাদকরণ: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, বর্তমান চাহিদা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় সওজ অধিদপ্তরের অব্যবহৃত ভূমিতে সবজি ও ফল চাষের জন্য বছরভিত্তিক বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ হালনাগাদ করার জন্য সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ হালনাগাদ করার লক্ষ্যে আগামী ১৫.০৪.২০২৩ তারিখের মধ্যে একটি খসড়া প্রস্তুত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)
৭.	**বৃক্ষরোপণ :** (ক) উপসচিব (সওজ নন-গেজেটেড) জানান, প্রণীত ল্যান্ডস্কেপিং গাইডলাইন (খসড়া) চূড়ান্তকরণ সংশ্লেষে গাইডলাইনটি পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে মতামত প্রদানের জন্য গত ০৬/০২/২০২৩ তারিখে জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ক থিমেটিক গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্রুত ল্যান্ডস্কেপিং গাইডলাইন (খসড়া) চূড়ান্তকরার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (খ) বর্ষা মৌসুম শুরু হবে। এই সময়ই বৃক্ষরোপণের উপযুক্ত সময়। বৃক্ষরোপণের বিষয়ে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সওজ অধিদপ্তরের যতগুলো নার্সারী রয়েছে সেগুলোর পরিসর আরো বৃদ্ধি এবং নার্সারীতে সকল ধরণের চারা উৎপাদন উপযোগী করার জন্য সভায় আলোচনা হয়। সওজ অধিদপ্তরের চাহিদা পূরণ করে বাজারজাত করা যায় কিনা এ বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও উদ্যোগী হওয়ার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী, সওজ ও প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) থিমেটিক গ্রুপের প্রতিবেদনের আলোকে ল্যান্ডস্কেপিং গাইডলাইন (খসড়া) দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। (খ) বর্ষা মৌসুম আসার পূর্বেই বৃক্ষরোপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। নার্সারীর পরিসর বৃদ্ধি ও নার্সারীতে সকল ধরণের চারা উৎপাদন উপযোগী করতে হবে এবং উৎপাদিত চারা বাজারজাত করার পরিকল্পনা গ্রহণ ও উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব (সওজ নন-গেজেটেড)/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ
৮.	**সওজ অধিদপ্তরের ভূমি নামজারি সংক্রান্ত:** (ক) সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত ও নামজারিকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। কোন জোনে কতগুলো নামজারি বাকী রয়েছে তার তথ্য ছক মোতাবেক আগামী সভায় উপস্থাপন করার জন্য সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করেন। (খ) যুগ্মসচিব (সম্পত্তি) জানান, ভূমি নামজারি করার ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যা হচ্ছে সেগুলোর বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর হতে একটি প্রস্তাবনা পাওয়া যায়। তৎপ্রেক্ষিতে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। (গ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, উত্তরায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পার্শ্বে ফয়দাবাদ, জে.এল.নং-১৪ (সিটি জরিপ) সি.এস দাগ নং ৮২৫, ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৫৯, ৯৬০, ৯৬১ আরএস দাগ নং ২০০১, ২০০২, ২০০৬ এবং সিটি জরিপ দাগ নং ৯০১৬, ১০৫৩৭, ১০৫৩৯, ১০৫৭৫, ১০৫৭৬ ফয়দাবাদ, জে.এল.নং-১৪ (সিটি জরিপ) মৌজার ২৪ শতাংশ জায়গা জনৈক গোলাম ফারুকের নয় মর্মে এসিল্যান্ড অফিসে রেকর্ড সংশোধনের জন্য ২৭৬/২২নং মিস কেইস চলমান রয়েছে এবং এসি ল্যান্ড অফিসের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। উক্ত জায়গায় সওজ এর মালিকানা সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে এবং নির্মিত স্থাপনার মালিকগণ যাতে সওজ অধিদপ্তরের অনুকূলে ভাড়া প্রদান করে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী ঢাকা সড়ক বিভাগকে পত্র দেয়া হয়েছে।	(ক) সড়ক ও জনপথে আওতাভুক্ত ভূমির নামজারি ও রেকর্ডভুক্তকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং কোন জোনে কতগুলো নামজারি বাকী রয়েছে তার তথ্য ছক মোতাবেক আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) ভূমি নামজারি সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করতে হবে। (গ) উত্তরায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পার্শ্বের ২৪ শতাংশ জায়গার রেকর্ড সংশোধনের লক্ষ্যে ২৭৬/২২নং মিস কেইস বিষয়ে এসি ল্যান্ড অফিসের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী(সকল সড়ক বিভাগ)
৯.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান- (ক) ২০.০২.২০২৩ তারিখ গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা (বনানী)- জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের পাশ স্থাপিত ৩২টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে ০১ (এক) একর ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১৮ কোটি টাকা। গত ২৩.০২.২০২৩ তারিখ ঠাকুরগাঁও সড়ক বিভাগাধীন কয়েকটি মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে মোট ২১৯ টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ০৯ (নয়) একর ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২৭ কোটি টাকা। (গ) ০৮.০২.২০২৩ তারিখ খুলনা সড়ক বিভাগাধীন মহাসড়কের ২ (দুই) পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে উঠা পাকা/আধাপাকা প্রায় ৫৫ টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে প্রায় ০১.২০ একর জমি উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১০ কোটি টাকা। গত ২৭.০২.২০২৩ তারিখ বাগেরহাট সড়ক বিভাগাধীন জেলা মহাসড়কের শ্রীফলতলা এলাকার সড়কের ২ (দুই) পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ২৫টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে প্রায় ০.৪৫ একর জমি উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক	বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও পুলিশকে অবহিত করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বাজার মূল্য ০২ কোটি টাকা। বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও পুলিশকে অবহিত করে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।		
	অবৈধ দখলমুক্ত ভূমি দখলে রাখা: সওজ অধিদপ্তরের সম্পত্তি রক্ষায় সীমানা পিলার স্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এ বছরের মধ্যে প্রতিটি সড়ক বিভাগের আওতাধীন একটি মহাসড়কে একই ধরণের সীমানা পিলার স্থাপন করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেন।	২০২৩ সালের মধ্যে প্রতিটা সড়ক বিভাগের আওতাধীন একটি মহাসড়কে একই ধরণের সীমানা পিলার স্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	বিআরটিএ'র অনুকূলে উত্তরা এবং পূর্বাচলে জায়গা বুঝিয়ে পাওয়া সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান বিআরটিএ জানান, (ক) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ(বিআরটিএ) ঢাকা মেট্রো-৩ সার্কেল অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র দলিল প্রস্তুতের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত/স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, মহাখালী গণপূর্ত বিভাগ জানান উক্ত ভবন নির্মাণকাজে দরপত্র দলিল প্রস্তুত রয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত পরিপত্রে অনাবাসিক ভবন খাতে (কোড নং-৪০০০২০১) বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে নতুনভাবে কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে না সংক্রান্ত স্থগিত আদেশ প্রত্যাহার হওয়ার পরেই দরপত্র আহ্বান করা সম্ভব হবে। (খ) বিআরটিএ'র নামে বরাদ্দকৃত প্রাতিষ্ঠানিক প্লটসমূহ ৫ম সংশোধনী লে-আউটের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা প্রয়োজন বিধায় দখল হস্তান্তর নথিটি রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি। এ বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে রাজউক হতে জানানো হয়। জায়গা দখলে রাখতে টিনসেড ঘর তৈরী এবং আনসার নিয়োগ প্রদানের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) বিআরটিএ, ঢাকা মেট্রো-৩ সার্কেল অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র আহবানের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত/স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (খ) বিআরটিএ'র অনুকূলে পূর্বাচলে বরাদ্দকৃত জায়গা দখলে রাখতে টিনসেড ঘর তৈরী এবং আনসার নিয়োগ দিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
১০.	**মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** **বিআরটিএ** (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) ও দেশের অন্যান্য জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। বিবেচ্য মাসে ২৭৭৬টি মামলায় ৬৪,০৪,২৭৮ (চৌষট্টি লক্ষ চার হাজার দুইশত আটাত্তর) টাকা জরিমানা আদায়সহ ১৪(চৌদ্দ)টি গাড়ি ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ এবং ০৭(সাত) জনকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়। (খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান, বিআরটিএ'র ম্যাজিস্ট্রেটদের নথি লেখার অভিজ্ঞতা কম। তাদেরকে এ বিষয়ে ধারণা প্রদান প্রয়োজন। বিআরটিএ'র ম্যাজিস্ট্রেটদের একদিন এ বিভাগে এনে নথি লেখাসহ মামলা লেখার বিষয়ে ধারণা প্রদান করার জন্য সভাপতি যুগ্মসচিব (আইন) ও যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)-কে পরামর্শ প্রদান করেন। (গ) বিআরটিএ'র সার্কেল অফিসের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। ফেব্রুয়ারি/২০২৩ মাসে ২,০৯০টি মামলায় ৪০,১৬,৯৭০ (চল্লিশ লক্ষ ষোল হাজার নয়শত সত্তর) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। (ঙ) মহাসড়কের ক্ষতি রোধে গাড়ির এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণে বিআরটিএ ও সওজ অধিদপ্তরের যৌথ সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। ফেব্রুয়ারি/২০২৩ মাসে ০২টি অভিযানে ৫৫টি মামলায় ১,১২,৩০০/- (এক লক্ষ বার হাজার তিনশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।	(ক) বিআরটিএ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) ও অন্যান্য জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বিআরটিএ'র ম্যাজিস্ট্রেটদের একদিন এ বিভাগে এনে নথি লেখাসহ মামলা লেখার বিষয়ে ধারণা প্রদান করতে হবে। (গ) বিআরটিএ'র সার্কেল অফিসের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (ঙ) মহাসড়কের ক্ষতি রোধে গাড়ির এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণে বিআরটিএ ও সওজ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/তথ্য অফিসার/উপসচিব (বিআরটিএ) যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/ যুগ্মসচিব (আইন)
১১.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** **Grievance Redress System (GRS) :** অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ২১টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া যায় এবং স্বপ্রণোদিতভাবে গৃহীত ০১টি। পূর্ববর্তী ১১টিসহ সর্বমোট অভিযোগ/মতামত ৩৩টি। উল্লিখিত অভিযোগের মধ্যে ২৯টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৪টি	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	অভিযোগ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ণিত অভিযোগ/মতামতগুলো নিষ্পত্তির সময় এখনও অতিক্রান্ত হয়নি।	কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত অভিযোগ গুরুত্বের সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে।	কর্মকর্তা/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	Public Service Innovation: (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, "আমাদের বিআরটিসি" অ্যাপস ০৬টি রুটে চালু রয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার প্রচারণার অব্যাহত আছে। (খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান মাদ্রাজ সিকিউরিটি প্রিন্টারস প্রাইভেট লিমিটেড (MSPPL) কর্তৃক ডেটা মাইগ্রেশনসহ সিস্টেম আপগ্রেডেশন কার্যক্রম সম্পন্নপূর্বক মডিউল তৈরীর কাজ করা হচ্ছে। (গ) BRTA অফিসে গমন না করে সরাসরি Online system থেকে তাৎক্ষণিকভাবে আবেদনকারী কর্তৃক সিস্টেম জেনারেটেড লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে দুইবার আবেদন করার পরিবর্তে লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য অনলাইন বেজড একটি কম্বাইন্ড ফরমে একবার আবেদন দাখিল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স আবেদনকারীগণের ভিজিট কমানোর জন্য পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বেই পরীক্ষা কেন্দ্রে বায়োমেট্রিক ডেটা এনরোলমেন্ট এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার আওতায় লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স গত ১৬.১১.২০২২ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ থেকে আবেদনকারীগণ পরীক্ষা কেন্দ্রে ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্রদান করে পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন। এরপর ঐদিনই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে অনলাইনেই payment করে মূল DL এর আবেদন সম্পন্ন করতে পারছেন। এছাড়াও, নতুন এ পদ্ধতিতে ডাকযোগে DL প্রেরণ করা হচ্ছে। (ঘ) উপসচিব (মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন) এবং ইনোভেশন সংক্রান্ত কর্মকর্তা জানান, ইতোপূর্বে গৃহীত আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।	(ক) "আমাদের বিআরটিসি" অ্যাপস সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের কাজ শুরু করতে হবে। (গ) জনসাধারণের ভিজিট কমিয়ে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রাহকের দ্বারে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) ইতোপূর্বে গৃহীত আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম ফলোআপ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন শাখা) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন শাখা) উপসচিব (মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন) এবং ইনোভেশন সংক্রান্ত কর্মকর্তা
	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) উপসচিব (এপিএ শাখা) জানান, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ ষাণ্মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় দপ্তর/সংস্থাকে এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরো অবহিত করেন অন্য মন্ত্রণালয়ের কাছে এ বিভাগের কি কি চাওয়া আছে তার তালিকা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগের কাছে অন্য মন্ত্রণালয়ের কি চাওয়া তার তালিকা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে এ বিভাগে পাওয়া গিয়েছে। শীঘ্রই দপ্তর/সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হবে। সে অনুযায়ী খসড়া এপিএ প্রস্তুত করার জন্য তিনি সংস্থা প্রধানদের অনুরোধ জানান।	(ক) মন্ত্রণালয় হতে দপ্তর/সংস্থার অগ্রগতি ফলোআপ এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। (খ) এ বিভাগের কাছে অন্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা কি তার তালিকা দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থাকে খসড়া এপিএ প্রস্তুত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল/ব্যব স্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি/এপিএ টীম প্রধান, আরটিএইচডি
	ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, এ বিভাগসহ দপ্তর/সংস্থার ই-নথি কার্যক্রম চলমান আছে। আগামী এপ্রিল/মে ২০২৩ মাসের মধ্যে এ বিভাগে ডি-নথির কার্যক্রম চালু করা হবে মর্মে এটুআই হতে জানানো হয়েছে।	এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম চালু রাখতে হবে এবং ডি-নথির কার্যক্রম চালুর বিষয়ে এটুআই'র সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১২.	**বিবিধ:** **ক. সড়ক নিরাপত্তা (Road Safety) সংক্রান্ত তথ্য:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান (বিআরটিএ), সড়ক দুর্ঘটনায় যাত্রী ও পথচারি আহত/নিহতের সঠিক সংখ্যা মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও বিআরটিএ'র সমন্বয়ে নির্ধারিত ছকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।	(ক) (১) সড়ক দুর্ঘটনায় যাত্রী ও পথচারী আহত/নিহত এবং হাসপাতালে ভর্তির সঠিক তথ্য মাঠ পর্যায় হতে সংগ্রহ করে নির্ধারিত ছকে ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (বিআরটিএ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধে করণীয়: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, গুরুত্বপূর্ণ ৫টি জাতীয় মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধে ছোট ছোট যান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে ফেব্রুয়ারি'২৩ মাসে ১২০টি মামলা দায়ের এবং ৪,১০,৫০০ (চার লক্ষ দশ হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনর অন্যতম কারণ তাই মোটর সাইকেল বিক্রি ও লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তগুলো পালন করা হচ্ছে কিনা মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে তদারকি করার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন।	৫টি জাতীয় মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধে মহাসড়কে ছোট ছোট যান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং মোবাইলকোর্ট পরিচালনার তথ্য প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন: সিনিয়র সহকারী সচিব (বৈদেশিক সহায়তা শাখা) জানান, এসডিজি বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এসডিজি ২য় জাতীয় কর্মপরিকল্পনার খসড়া সকল সংস্থা হতে এ বিভাগে পাওয়া গিয়েছে এবং তা জিইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগের এসডিজি অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করেন।	দপ্তর/সংস্থার এসডিজি'র সংশ্লিষ্ট অংশ বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং এসডিজি অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান জনাব মো: জাকির হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এসডিজি সংক্রান্ত কার্যাবলী
	ঘ. নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন: বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট অংশ বাস্তবায়নের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। কি অর্জিত হয়েছে কি হয়নি সেগুলো ফলোআপ করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে মর্মে সভাপতি সংস্থা প্রধানদের অনুরোধ জানান। অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত ৩ মাস অন্তর সভা আহবানের জন্য এ বিভাগের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে ৩ মাস অন্তর পর্যালোচনা সভা করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ জনাব মো: আনিসুর রহমান, যুগ্মসচিব ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী
	ঙ. অধীনস্থ সংস্থাসমূহের আইটি অডিট (১) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ অধিদপ্তর জানান, চরসিন্দুর সেতু ও শহীদ ময়েজউদ্দীন (ঘোড়াশাল) সেতুর টোল প্লাজার আইটি অডিট সম্পন্ন করার জন্য বিসিসির সাথে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যে আইটি অডিট সম্পন্ন হবে। বিসিসির সাথে যোগাযোগ রেখে আইটি অডিট সম্পন্ন করার জন্য সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। (২) বিআরটিএ হতে জানানো হয়েছে, গত ০২.০১.২০২৩ তারিখ আইটি অডিট প্রতিবেদন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান বিআরটিএর আইটি অডিট প্রতিবেদন পর্যালোচনাধীন আছে।	(১) সওজ অধিদপ্তরের পক্ষ হতে বিসিসির সাথে যোগাযোগ করে চরসিন্দুর সেতু ও শহীদ ময়েজউদ্দীন (ঘোড়াশাল) সেতুর টোল প্লাজার আইটি অডিট সম্পন্ন করতে হবে। (২) প্রাপ্ত প্রতিবেদন দ্রুত পর্যালোচনা করে মতামত প্রদানসহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সিনিয়র সহকারী সচিব (টোল ও এক্সেল)/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	চ. Unified টোল কালেকশন সিস্টেম (Uniform Method) বাস্তবায়ন: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, Unified Toll কালেকশনের জন্য সড়ক ভবনস্থ সেন্ট্রাল সার্ভারসহ লোকাল ইনফাস্ট্রাকচার ও লেনসমূহের তালিকা তৈরী করে ইতোমধ্যে ঢাকা জোন, গোপলগঞ্জ জোন, সড়ক সার্কেল ও পাবনা সার্কেল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং নুতন প্রস্তাবিত Unified Toll System এ বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। এজেন্ডাটির বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় বাস্তবায়িত হিসেবে গণ্য করে আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়া জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	ছ. প্রকল্প পরিবিক্ষণ মনিটরিং অ্যাপস: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, গত ২৪ অক্টোবর ২০২২ তারিখ থেকে অনলাইনে সিএমএস চালু করা হয়েছে। এখন থেকে মাঠপর্যায়ের সকল রিয়েল টাইম তথ্য প্রকল্প পরিবিক্ষণ মনিটরিং অ্যাপসে দেখা যাবে। অ্যাপসটি বর্তমানে ব্যবহার উপযোগী। প্রতিটা সড়ক বিভাগের নিজস্ব কিছু তথ্য এন্ট্রি বাকী রয়েছে। সে গুলোর কাজ চলমান রয়েছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সকল তথ্য এন্ট্রি প্রদান করে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অ্যাপসটি কার্যকারিতা ও অপারেটিং বিষয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদানের জন্য সভাপতি সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজকে পরামর্শ প্রদান করেন।	আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সকল তথ্য এন্ট্রি প্রদান করে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অ্যাপসটির কার্যকারিতা ও অপারেটিং বিষয়ে একটি উপস্থাপনার আয়োজন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট/সাইকা সারকিয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঋ. BRT বাস টার্মিনালের প্রস্তাবিত জায়গার রেকর্ড সংশোধন ও উদ্ধার: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, প্রস্তাবিত BRT বাস টার্মিনালের জায়গাটি উদ্ধার ও রেকর্ড সংশোধনের লক্ষ্যে এসিল্যান্ড অফিসে রেকর্ড সংশোধনের জন্য ২৭৫/২২নং মিস কেইস চলমান আছে এবং ২৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে শুনানীর তারিখ ধার্য্য আছে।	প্রস্তাবিত BRT বাস টার্মিনালের জায়গাটি উদ্ধার ও রেকর্ড সংশোধনের লক্ষ্যে ২৭৫/২২নং মিস কেইসের বিষয়ে এসিল্যান্ড অফিসের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, সওজ
	ঞ. গাড়ীতে আরএফআইডি ট্যাগ স্থাপন: গাড়িতে আরএফআইডি ট্যাগ লাগানো নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার জন্য সভায় চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে অনুরোধ জানানো হয়। আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন না করা গাড়ীর বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) গাড়িতে আরএফআইডি ট্যাগ লাগানো নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে। (২) আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন না করা গাড়ীর বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (বিআরটিএ)
	ট. বাস রুট রেশনালাইজেশন প্রকল্প: নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, বাস রুট রেশনালাইজেশন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি ভৌত অবকাঠোমো বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে জানা গিয়েছে। ভৌত অবকাঠোমো বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মুল পরামর্শক নিয়োগের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত মূল্যায়নে সর্বোচ্চ নম্বরধারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ১৫/১২/২০২২, ২১/১২/২০২২ ও ২৬/১২/২০২২ তারিখ মোট তিনটি নেগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উল্লিখিত সভাসমূহের কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে ক্রয় প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অপেক্ষায় রয়েছে	(ক) বাস রুট রেশনালাইজেশন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে ভৌত অবকাঠোমো বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (খ) বাস রুট রেশনালাইজেশন প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে নেগোসিয়েশন কার্যক্রম সম্পন্ন করে ক্রয় প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)
	ঠ. মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) জানান, মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে ৩টি দীর্ঘদিন এবং সম্প্রতি গৃহীত ১টি সিদ্ধান্ত অবাস্তবায়িত রয়েছে। এর মধ্যে ৩টি আন্তর্জাতিক চুক্তি সংক্রান্ত যা কানেক্টিভিটি শাখায় প্রক্রিয়াধীন। অপর ১টি BOOT ভিত্তিতে Construction of 2nd Dhaka-Chittagong National Highway প্রকল্প বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্প হিসাবে তালিকাভুক্তির প্রস্তাব অনুমোদন সংক্রান্ত। সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত এবং নিয়মিতভাবে অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	গুরুত্ব বিবেচনা করে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট উইং/শাখা হতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং হালনাগাদ অগ্রগতির তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে	যুগ্মসচিব (কানেক্টিভি/ পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান)/ উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
	ড. সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত: উপসচিব [পরিকল্পনা শাখা (বিআরটিসি ও বিআরটি)] জানান, সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা শিরোনামে পরিকল্পনা বিভাগ হতে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। পরিপত্রটি ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। পরিপত্রের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য তিনি সংস্থা প্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	পরিপত্রের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। পরবর্তী কার্যক্রম না থাকায় এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান (সকল)/উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিঃ)
	ঢ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৫১টি পদের মধ্যে ৬৭টি (১ম গ্রেণির ২৫টি, ২য় গ্রেণির ১২টি, ৩য় গ্রেণির ১৩টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৭টি) শূন্যপদ রয়েছে। শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। **ডিটিসিএ:** ডিটিসিএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১০৬টি পদ শূন্য রয়েছে। প্রথম শ্রেণির ১৫ জন কর্মকর্তা প্রেষণে পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হলে উপপরিচালক পদে ৪ জন কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়েছে। অনান্য শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। **বিআরটিসি:** ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২০৯৮টি পদ শূন্য রয়েছে। ১ম শ্রেণির ০৪টি পদের ছাড়পত্র পওয়ার পর ০১ জনকে (ক্রয় কর্মকর্তা) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২য় শ্রেণির ১৬টি পদের ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে ০৬ জনকে, ৩য় শ্রেণির ৪৯০টি পদের ছাড়পত্রের বিপরীতে ২৩২ জনকে এবং ৪র্থ শ্রেণির ৬৪৫টি পদের ছাড়পত্রের বিপরীতে ৪১১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট শূন্যপদগুলো বিআরটিসির সক্ষমতা অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে নিয়োগ দেওয়া হবে।	(১) শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিএ: ৯৩১টি পদের মধ্যে ২১৯টি পদ শূন্য রয়েছে। নন-ক্যাডার ১ম শ্রেনির ২০টি পদ পূরণের লক্ষ্যে বিপিএসসি-তে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ৬৪টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১টি পদের মধ্যে ৪৭৪০ পদ শূন্য রয়েছে। ৭১ জন ৯ম গ্রেডভুক্ত সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) পদে নিয়োগের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১ম শ্রেণির বিভিন্ন পদের ০৯ জন কর্মকর্তার পদ পূরণের জন্য বিপিএসসি-তে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর ১১টি পদ পূরণের জন্য বিপিএসসি-তে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যসহকারী এর ১৭৪টি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অফিস সহায়ক এর ৬৬টি পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান। এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থার শূন্য পদ পূরনের কার্যক্রম অব্যাহত এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।		
	চ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি এবং মন্ত্রণালয়ের ১টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব, বিআরটিএ জানান, সহকারী সচিব, বিআরটিএ জানান, থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২২ এর খসড়ার ওপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে প্রস্তুতকৃত খসড়ার ওপর ১৩.০৩.২০২২ তারিখ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খসড়াটি চূড়ান্তকরণের জন্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সকল অতিরিক্ত সচিবের সমন্বয়ে ২৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত থাকলেও অনিবার্যকারণে অনুষ্ঠিত হয়নি। শীঘ্রই এ বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হবে।	থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২২ এর খসড়া চূড়ান্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ২: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত অ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে অ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন স্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ETC ব্যবহারের সুফলের বিষয়টি মোবাইল sms'র মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মোবাইল sms'র মাধ্যমে বিষয়টি অবহিত না করায় পুনরায় sms'র মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন ETC ব্যবহারের সুফলের বিষয়টি মোবাইল sms'র মাধ্যমে জনসাধারণকে পুনরায় অবহিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা ৩:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১.০৭.২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৮ (আঠার)টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ১৫(পনের)টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ৩০,৯৬৬(ত্রিশ হাজার নয়শত ছেষট্টি)টি রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।	নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ৪: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন বিধি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর আওতায় সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় কর্তৃক গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	<u>ডিটিসিএ</u> **<u>নির্দেশনা ৫:</u>** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার জন্য কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **<u>বাস্তবায়ন অগ্রগতি:</u>** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ পরিচালনা পর্ষদে সদস্য অন্তর্ভুক্তির জন্য আইন সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়ার ওপর স্টেক হোল্ডারদের থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ডিটিসিএ কর্তৃক খসড়া প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ডিটিসিএ'র পরিচালনা পর্ষদের সভায় মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।	মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়ার ওপর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	<u>বিবিধ নির্দেশনা:</u> **<u>সওজ অধিদপ্তর</u>** (ক) সড়ক-মহাসড়কের স্থায়িত্ব রক্ষায় যানবাহনের ওজনসীমা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ২৮টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের চলমান কাজ এগিয়ে নিতে হবে। (খ) চলমান প্রকল্পগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করা। (গ) সড়ক নির্মাণ কাজের গুণগত মানের সুরক্ষা এবং সরকারি অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। (ঘ) কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভের শুরুতে ০২ কিলোমিটার মিসিং লিংক নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে। মেরিন ড্রাইভ সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে নিতে হবে। (ঙ) বান্দরবানের এবং রাঙ্গামাটি-চিম্বুক সড়কের বেইলি সেতু কনক্রিট সেতুতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। (চ) মধুমতি সেতু, বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম নাসিম ওসমান সেতু, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব (৮ম বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী) সেতু, এমআরটি রুট-৬ এর কাজ শেষ প্রান্তে। কাজ শেষ করে উদ্বোধনের উদ্যোগ নিতে হবে। (ছ) ভিন্ন কোনো উৎস কিংবা প্রয়োজনে নিজস্ব অর্থায়নে হলেও খুলনার ঝপঝপিয়া সেতু নির্মাণ করতে হবে। (জ) খুলনা-মোংলা-যশোর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতি করা খুবই জরুরি। এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। (ঝ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দুপাশে দুটি সার্ভিস লেন নির্মাণের উদ্যোগ জরুরি ভিত্তিতে নিতে হবে। ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত এক্সপেসওয়ে এ্যাটগ্রেড হবে নাকি এলিভেটেড হবে এ বিষয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। (ঞ) ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দীর্ঘ হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের কাজ শুরু হতে বিলম্ব হয়। এজন্য মন্ত্রণালয় থেকে নজরদারি এবং সমন্বয় বাড়াতে হবে। **<u>বাস্তবায়ন অগ্রগতি:</u>** (ক) সড়ক-মহাসড়কের স্থায়িত্ব রক্ষায় যানবাহনের ওজনসীমা নিয়ন্ত্রণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। ২৮টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের কাজ যথাযথভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। (খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহের কাজ গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য মনিটরিং অব্যাহত আছে। (গ) এ বিষয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সদা সচেষ্ট আছে। (ঘ) কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভের শুরুতে ০২ কিলোমিটার মিসিং লিংক সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। মেরিন ড্রাইভ সম্প্রসারণের কাজ ১৬ ইসিবি'র সাথে সমন্বয় পূর্বক ত্বরান্বিত করা হবে। (ঙ) সিদ্ধান্ত মোতাবেক বান্দরবানের এবং রাঙ্গামাটি-চিম্বুক সড়কের বেইলি সেতু কনক্রিট সেতুতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে কি ধরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তার তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। (চ) নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। (ছ) ১১তম চীন মৈত্রী সেতুর আওতায় খুলনার ঝপঝপিয়া সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ছিল। পরবর্তীতে অন্য কোন দাতা সংস্থার মাধমে দ্রুত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পুনরায় পিডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে। যা বর্তমানে ERD তে প্রক্রিয়াধীন আছে। (জ) ERD এর মাধ্যমে Korean Exim Bank (KEB) এর নিকট এ প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত অর্থায়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। Korean Exim Bank (KEB) থেকে এখনও সম্মতি পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। (ঝ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দুপাশে দুটি সার্ভিস লনে নির্মাণের লক্ষ্যে Detailed Design প্রণয়নের পরামর্শক নিয়োগের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন CCGP কর্তৃক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	ক-ঞ এর প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঙ) বান্দরবানের এবং রাঙ্গামাটি-চিম্বুক সড়কের বেইলি সেতু কনক্রিট সেতুতে রূপান্তরে কি ধরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তার তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে CCGP-তে Summary প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। (ঞ) মনিটরিং টীমের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।		
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা:** ◉ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ক জটিলতা নিরসন এবং এ কার্যক্রম জোরদার করা; ◉ সড়কে নিরাপত্তা এবং পরিবহনে শৃঙ্খলা জোরদার করা। ◉ হাইওয়ে পুলিশের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। ২২টি জাতীয় মহাসড়কে সিএনজি অটোরিক্সাসহ নন-মটরাইজড যানবাহন চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত করতে মনিটরিং জোরদার করা। ◉ বিআরটিএ-র প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। সেখানে সেবা গ্রহীতাদের এখনও ভোগান্তি আছে। আছে সর্ষের মধ্যে ভূত। কিছু সেবা অনলাইনে পাচ্ছে জনগণ, অন্যান্য সেবাগুলোও অনলাইন বা প্রযুক্তি নির্ভর করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান- (ক) "ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ক জটিলতা নিরসন এবং কার্যক্রম জোরদার করা সংক্রান্ত বিআরটিএ'র মন্তব্য নিম্নরূপ: ◉ ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে দুইবার আবেদন করার পরিবর্তে লার্ণার ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য অনলাইন বেজড একটি কম্বাইনড ফরমে একবার আবেদন দাখিল করার ব্যবস্থা ১৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখ থেকে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে (BSP) চালু হয়েছে। ◉ উক্ত অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া চালুর ফলে আবেদনকারীকে অন্ততঃ ৪ (চার) বারের পরিবর্তে শুধুমাত্র ০১ (এক) বার বিআরটিএ'র পরীক্ষা কেন্দ্রে এসে বায়োমেট্রিক প্রদান ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ◉ এর ফলে আবেদনকারী প্রথমে অনলাইন ভেরিফিকেশন বেজড QR কোড সম্বলিত লার্ণার ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ করতে পারবেন। ◉ পরবর্তীতে পরীক্ষায় পাশ করার পর অনলাইনেই ফি প্রদানসহ আবেদনকারী কর্তৃক সিস্টেমে মূল ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন। (খ) (১) সারাদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিআরটিএ'র উদ্যোগ সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শ্লোগান সম্বলিত স্টিকার ও লিফলেট নিয়মিতভাবে গাড়িচালক, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৭৯৭৫৪১টি লিফলেট এবং ৪৫৪৮০০টি পোস্টার/স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি ০৫.০২.২০২৩ হতে ০৯.০২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৫ দিন ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকাধীন ০৪ টি স্থানে পুলিশ বিভাগ, রেড ক্রিসেন্ট, স্কাউট, নিরাপদ সড়ক চাই, ব্র্যাক, আহসানিয়া মিশনের সমন্বয়ে বিআরটিএ কর্তৃক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। (২) সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে ১১১ টি সুপারিশের মধ্যে বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে সড়ক পরিবহন মালিক শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। (৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নকল্পে গত ৩০.০১.২০২২ তারিখ থেকে পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকালে বাধ্যতামূলকভাবে প্রার্থীদের ডোপটেস্ট সনদ/রিপোর্ট গ্রহণ করা হচ্ছে। (৪) সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত টিভি ফিলার বিটিভিসহ গুরুত্বপূর্ণ নিউজ চ্যানেলে প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। (৫) সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন ভিডিও চিত্র বিআরটিএ'র প্রধান কার্যালয়ে এলইডি স্ক্রিন স্থাপনপূর্বক প্রচার করা হচ্ছে। (৬) শিক্ষার্থীদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলা সদরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৪৮,৪৮৩ জন ছাত্র-ছাত্রী সভা/সমাবেশ অংশগ্রহণ করে। (৭) সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন ভিডিওচিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (৮) ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের পূর্বে বাধ্যতামূলকভাবে পেশাজীবী গাড়িচালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৬২৯০০ পেশাজীবী গাড়িচালককে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (৯) সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিআরটিএ কর্তৃক নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। বিআরটিএ'র বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১৮,৯৮৭ টি মামলার মাধ্যমে ৩,৯৩,৭৩,৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা	প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	হয়েছে। এছাড়া, ২৩৮ জনকে কারাদন্ড প্রদান এবং ২১৬ টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে। (গ) ২২ টি জাতীয় মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক, থ্রি-হুইলার ইত্যাদি ধীরগতির অবৈধ বাহন চলাচল বন্ধ করার জন্য হাইওয়ে পুলিশের অভিযান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআরটিএ হতে হাইওয়ে পুলিশ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ২৯তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা-আরিচা, ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-টাঙ্গাইল ৫টি জাতীয় মহাসড়কে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করার নিমিত্ত বিআরটিএ'র ০৫জন উপপরিচালক (ইঞ্জি:) কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ০৫ জন কর্মকর্তা এ বিষয়ে নিয়মিত দায়িত্ব পালন করছেন। (ঘ) আইসিটি তথা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) গত ১৯৯৩ সাল থেকে মোটরযানের নিবন্ধন প্রদান এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করে আসছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)-এর সকল সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্যে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল(বিএসপি) [www.bsp.brta.gov.bd] নামক একটি অনলাইন প্লাটফরম প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসপি'র নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪(চার) লক্ষ। বর্তমানে বিএসপি'র মাধ্যমে (i) শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (অপেশাদার/পেশাদার), (ii) রাইড শেয়ারিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এনলিস্টমেন্ট সনদ ইস্যু ও নবায়ন, (iii) রাইড শেয়ারিং সেবা প্রদানকারী মোটরযানের এনলিস্টমেন্ট সদন ইস্যু ও নবায়ন, (iv) গ্রাহক কর্তৃক মোটরযান নিবন্ধনের আবেদন দাখিল, (v) মোটরযানের ফিটনেস সনদ নবায়নের নিমিত্তে এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ, (vi) ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি পরীক্ষার ফলাফল জানা, (vii) নিবন্ধিত মোটরযানের জরিমানাসহ বিভিন্ন ফি জানা, (viii) ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ/রকেট ব্যবহার করে মোটরযান নিবন্ধন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত সকল ফি অনলাইনে প্রদান করা এবং (ix) মোটরযান ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত ফি জমার ব্যাংকে শাখা/বুথের তালিকা জানা যায়। আরও উল্লেখ্য যে, পর্যায়ক্রমে বিআরটিএ'র অন্যান্য সেবা অনলাইনে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।		
	ডিটিসিএ: **নির্দেশনা:** ডিটিসিএ-র বাস রুট রেশনালাইজেশন কার্যক্রম যেভাবে হোক আমাদের সফল করতে হবে। পাইলটিং পর্যায়ে যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে তা সমাধান করে এ কার্যক্রমের পরিধি বাড়াতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বাস রুট রেশনালাইজেশন এর পরিধি বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	বাস রুট রেশনালাইজেশন এর পরিধি বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	ডিএমটিসিএল: **নির্দেশনা:** মেট্রো রুট-৬ এর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। যে সকল সমস্যা রয়েছে **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ১. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে গত ২৫ আগস্ট ২০২২ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মেট্রো রুট-৬ এর নির্ধারিত কাজ বাস্তবায়নে ভূমি অধিগ্রহণসহ যাবতীয় কাজ সম্পাদনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২. এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	১. মেট্রো রুট-৬ এর নির্ধারিত কাজ বাস্তবায়নে ভূমি অধিগ্রহণসহ যাবতীয় কাজ সম্পাদনে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২. এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)
	ঢাকা বিআরটি: **নির্দেশনা:** বিআরটি প্রকল্পের ইতোমধ্যে দৃশ্যমান অগ্রগতি আছে তবুও এ প্রকল্পে সমন্বয় জোরদার করে নির্মানকালে জনভোগান্তি কমাতে হবে। প্রবল বৃষ্টিতে যেন পানিজমে ভোগান্তি সৃষ্টি না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বিআরটি করিডোরে যান চলাচল নির্বিঘ্ন রাখতে ট্রাফিক পুলিশের সাথে সমন্বয় করে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কাজ চলাকালীন সময়ে যানজট নিরসনে ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিআরটি প্রকল্পের পরামর্শকদের পক্ষ হতে দক্ষ জনবল নিয়োজিত রয়েছে।	বিআরটি করিডোরে যান চলাচল নির্বিঘ্ন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল রাখতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ঢাকা-বিআরটি)/প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা বিআরটি

০৩। আলোচ্যসূচিতে আর কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

২৮.০৩.২০২৩

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব

কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১৩ এপ্রিল ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০৩.২০-১৪৭

তারিখঃ ২৮ চৈত্র ১৪২৯
১১ এপ্রিল ২০২৩

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১১/৪/২৩
(ফাহমিদা হক খান)
উপসচিব
☏২২৩৩৮০৯৬৬
E-mail: dstraco@rthd.gov.bd